শিবিরকর্মীর বিরুদ্ধে ৩ ছাত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ নিয়ে উত্তপ্ত জবি

জবি প্রতিনিধি
২১ এপ্রিল ২০২৬, ০৬:৫১ পিএম

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের মানববন্ধন (বাঁয়ে), শাখা ছাত্রশিবিরের সংবাদ সম্মেলন (ডানে)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে তিন ছাত্রীর আনা যৌন নিপীড়ন ও প্রতারণার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস। অভিযুক্ত মো. নাজমুস সাকিবকে ঘিরে মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) ক্যাম্পাসে পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্রশিবির। একদিকে ছাত্রদল অভিযুক্তকে শিবিরের ‘পদধারী নেতা’ দাবি করে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে, অন্যদিকে শিবির অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২৪-২৫ সেশনের ছাত্র নাজমুস সাকিবের বিরুদ্ধে প্রক্টর দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন একই বিভাগের তিন ছাত্রী।অভিযোগে তারা দাবি করেন, সাকিব একাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। একই সঙ্গে তাদের একটি বিশেষ ছাত্রী

সংগঠনে যোগ দিতে চাপ প্রয়োগ করার অভিযোগও তুলেছেন ভুক্তভোগীরা। শিবিরের ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে এমন স্ক্রিনশট ও ভাইরাল হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে ভাষা শহীদ রফিক ভবনের নিচে আয়োজিত মানববন্ধনে ছাত্রদলের নেতারা এই ঘটনাকে ‘হানিট্র্যাপ’ ও ‘গুপ্ত রাজনীতি’র অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন। মানববন্ধনে ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক কে এম মাহমুদ হাসান বলেন, ‘আমরা আমাদের বোনদের নিরাপত্তা চাই। শিবিরের এক কর্মী ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তিনজন নারীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ব্যবহার করেছে। আমরা শিবিরের এমন গুপ্ত রাজনীতি চাই না। তাদের কর্মীদের দায় সংগঠনকেই নিতে হবে।’

আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, ‘যারা আজ শিবির পরিচয় দিচ্ছে, তারা আগে ছাত্রলীগের সংগঠনের হয়ে হল বাণিজ্যসহ নানা অপকর্মে জড়িত ছিল। প্রশাসনকে এসব বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করতে হবে।’

ছাত্রদলের কর্মসূচির পরপরই বিজ্ঞান অনুষদে সংবাদ সম্মেলন করে ছাত্রশিবির। শাখা শিবিরের সভাপতি আব্দুল আলিম আরিফ বলেন, ‘ছাত্রদল ২০তম আবর্তনের এক শিক্ষার্থীকে শিবির নেতা সাজিয়ে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। কোনো ব্যক্তি যদি ফৌজদারি অপরাধে জড়িত থাকে, তবে দেশের আইন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী বিচার হোক। আমরা প্রশাসনকে সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।’

বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক নাসির উদ্দিন বলেন, ‘অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন নিরোধ সেলে হস্তান্তর করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত নাজমুস সাকিব গা ঢাকা দিয়েছেন এবং তার মোবাইল ফোন নম্বর বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।